OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 565
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 556 - 565
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সম্মান ও অবক্ষয়ের দ্বন্দ্ব : অথর্ববেদে নারীর প্রতিচ্ছবি

প্রসেনজিৎ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ শালবনী
Email ID: mprosenjit093@gmail.com
0009-0002-9421-3746

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Atharvaveda, Women in Vedic literature, Gender roles, Fertility and health, Ritual participation, Patriarchy, Magic and sorcery, Education of women.

Abstract

The Atharvaveda stands as a distinctive Vedic text that presents a vivid portrayal of the social and cultural realities of ancient India, particularly concerning women. Unlike the Ṛgveda, which primarily emphasizes hymns to deities and sacrificial rituals, the Atharvaveda extends its focus to domestic life, health practices, fertility, and ritualized utterances often classified as 'magic'. This paper critically examines the position of women as represented in the Atharvaveda, highlighting their intellectual, domestic, ritual, and medicinal roles within society.

The study reveals that in the early Vedic period, women enjoyed a comparatively high status: they were educated, engaged in philosophical debates, and actively participated in household management and ritual life. The concept of 'dowry of knowledge' underscores the centrality of education in female empowerment, while extensive references to gynecological, fertility, and pediatric remedies suggest a sophisticated concern for women's and children's health. These insights indicate that maternal and reproductive care were vital areas of social attention, often mediated by women themselves.

At the same time, the text reflects tensions that foreshadow the decline of women's status in the later Vedic age. The prioritization of male offspring, the rise of child marriage, and restrictions on women's education and ritual participation reveal the emergence of patriarchal norms. The Atharvaveda's mention of practices like the Āsuri-kalpa (sorcery rites) further illustrates attempts at controlling or subjugating women through ritual power, exposing the darker underside of social reality.

Thus, the representation of women in the Atharvaveda is neither uniform nor immutable; rather, it reflects a dynamic tension between empowerment and subordination. This ambivalence offers critical insight not only into the historical transformation of gender roles in ancient India but also into broader scholarly debates on gender justice and women's rights in contemporary contexts.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 565
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : অথর্ববেদ প্রাচীন ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অন্যান্য বেদের তুলনায় স্বতন্ত্র এই বেদে কেবল দেব-দেবীর স্তোত্র বা যজ্ঞসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবন, গার্হস্থ্য কার্যকলাপ, চিকিৎসা বিদ্যা এবং এমন কিছু আচারপ্রথার উল্লেখ রয়েছে যেগুলোকে অনেক সময় 'জাদু' বা মন্ত্রবিদ্যা বলা হয়। এই বেদে প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন সমাজে নারীর গার্হস্থ্য দায়িত্ব, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি সূক্ষ্ম ও বহুমাত্রিক প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করে।

তবে, নারীর মর্যাদা প্রাচীন ভারতে এক অনড় ও অপরিবর্তনীয় সত্য ছিল না। বরং সেটি ছিল এক পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতা, যা প্রারম্ভিক বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী বৈদিক সময় এবং তারও পরে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ঋগ্বৈদিক যুগ, অর্থাৎ প্রারম্ভিক বৈদিক পর্ব, আমাদের সামনে এমন এক সমাজচিত্র তুলে ধরে যেখানে নারীরা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রভাবশালী। তাঁরা কেবল পরিবারে নয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

কিন্তু সময়ের প্রবাহে, বিশেষত পরবর্তী বৈদিক যুগে, সেই মর্যাদার ক্রমশ অবনতি ঘটতে দেখা যায়। বিভিন্ন আচার-বিধি ও সামাজিক প্রথার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্থান ক্রমে সীমিত হয়ে আসে, যা মধ্যযুগীয় যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই পরিবর্তনশীলতা নারীর সামাজিক অবস্থানের এক জটিল রূপকথা, যেখানে সম্মান ও অবক্ষয় পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে।

বর্তমান আলোচনায় আমরা অথর্ববেদে প্রতিফলিত এই নারীকেন্দ্রিক গতিশীলতা, তাঁদের মর্যাদার বিবর্তন এবং সমাজে তাঁদের বহুমাত্রিক ভূমিকাকে বিশদভাবে অনুসন্ধান করব। এর মাধ্যমে কেবল প্রাচীন ভারতের নারীচিত্রই নয়, বরং সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল ধারা সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

বৈদিক যুগে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার : ঋগ্বৈদিক যুগে, নারীরা পুরুষদের সাথে সমান অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করতেন বলে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তাদের পুরুষদের উপরেও স্থান দেওয়া হয়েছিল। তারা সমাজে সম্মানজনক অবস্থানে আসীন ছিলেন এবং তাদের স্বামীদের সাথে আচার-অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অনুমতি পেতেন। 'দম্পতি'[১] শব্দটি (গৃহস্থালীর দুই যৌথ মালিক) প্রায়শই ব্যবহৃত হত, যা তাদের ভাগ করা মালিকানা এবং দায়িত্বের প্রতীক। নারীদের অসহায়, ক্ষমতাহীন, ভীরু, দুর্বল বা দরিদ্র হিসাবে বিবেচনা করা হত না। মনুস্মৃতির কিছু অনুচ্ছেদে নারীদের গুণাবলীর প্রশংসা করা হয়েছে, যা তাদের মর্যাদা ও সম্মানের ইঙ্গিতবাহী।[২] তাদের পূজনীয়, গৃহস্থালীর ভাগ্য, এবং ধার্মিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নারীদের পূজনীয় অবস্থানের প্রমাণ : বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যখন পুরুষরা অসহায় অবস্থায় পতিত হতেন, তখন দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ভবানী, ধূমাবতী, কালী, জগদম্বা, যজ্ঞবারাহী ও নরসিংহের মতো দেবী রূপসমূহ বিশ্বকে নতুন ভাবে জাগ্রত করতেন, যা তাঁদের অসামান্য শক্তি ও প্রজ্ঞার দিকটি প্রতিফলিত করে। একইভাবে, আদিশক্তি থেকে সতী অনসূয়া, সাবিত্রী, বেহুলা, শবরী, গার্গী এবং মৈত্রেয়ীর মতো ঐতিহাসিকপুরাণপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বগণ তাঁদের ক্ষমতা- যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও শক্তির মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। নারীদের মাতৃদেবী বা শক্তির প্রতিরূপ হিসেবে বিবেচনা করা হত, যেখানে তাঁদের সহনশীলতা ও আত্মত্যাগকে জীবনের মূল প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এইভাবে নারীরা সমাজে এক সম্মানজনক স্থান অধিকার করতেন। অথর্ববেদে স্পষ্টভাবে নারীর নেতৃত্বদানের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে 'উপলব্ধিকারী-মন্ত্র', যা পুরুষের সমান্তরালে নারীর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে।

পরবর্তী বৈদিক যুগে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি ও অবক্ষয় : উচ্চ আদর্শ থাকা সত্ত্বেও, পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীদের মর্যাদার অবনতি লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক অধিকার ও পদ বিলুপ্ত হয় এবং বাল্যবিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। অথর্ববেদে কিছু ক্ষেত্রে "কন্যা সন্তানের জন্মকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে,"[৩] এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ কন্যাদের দুঃখের উৎস হিসাবে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 565
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিশ্চিত করে।[৪] পুত্র সন্তানের প্রতি এটি একটি অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত দেয়, যা স্বাভাবিকভাবেই কন্যা সন্তানের মর্যাদার অবক্ষয় ঘটায়। নারীরা শিক্ষা এবং অন্যান্য সুবিধাগুলিতে বৈষম্যের শিকার হতে শুরু করেন, পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষক হয়ে ওঠেন। অর্থশাস্ত্রের মতো প্রাচীন রাজনৈতিক সাহিত্য, এবং অনেক ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে, নারীদের সীমিত, নির্ভরশীল ও কখনো কখনো উপহাসের পাত্রী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অনেক সময় অনৈতিক বলেও গণ্য করা হত। এই অবস্থান স্পষ্টতই পূর্ববর্তী ঋগ্বৈদিক যুগের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন। নারীদের ঐশ্বরিক ভক্তি এবং সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে একটি আপাত বৈপরীত্য বিদ্যমান। বৈদিক সাহিত্য জুড়ে, নারীদের একাধারে দেবী রূপে পূজিত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা সম্পন্ন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যেমন দুর্গা, কালী ইত্যাদি। একই সাথে, পরবর্তী বৈদিক যুগে তাদের সামাজিক মর্যাদা, অধিকারের বিলুপ্তি এবং পুত্র সন্তানের প্রতি অগ্রাধিকারের কারণে তাদের অবস্থান নিম্নগামী হয়েছে। এই দ্বৈত বর্ণনা ইঙ্গিত করে যে নারীদের আদর্শায়িত, আধ্যাত্মিক মর্যাদা (ঐশ্বরিক শক্তি হিসাবে) সর্বদা ব্যবহারিক, সামাজিক সমতায় প্রতিফলিত হয়নি। এই অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে 'প্রকৃত বৈদিক ঐতিহ্য' থেকে বিচ্যুতি, বহিরাগত আক্রমণ (যেমন মুঘল শাসন) এবং একটি আরও পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর উত্থানকে চিহ্নিত করা হয়। অথর্ববেদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত পুত্র সন্তানের প্রতি অগ্রাধিকার সম্ভবত কন্যাদের এবং ফলস্বরূপ নারীদের সামগ্রিক পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার অবমূল্যায়নে অবদান রেখেছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এই গতিশীলতা প্রাচীন সমাজে নারীর লিঙ্গ ভূমিকা এবং মর্যাদা গঠনে ধর্মীয় মতবাদ, সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং বাহ্যিক চাপের জটিল পারস্পরিক ক্রিয়াকে তুলে ধরে।

শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান : অথর্ববেদ দৃঢ়ভাবে জোর দেয় যে মেয়েদের ছাত্র হিসাবে প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত এবং বিবাহিত জীবনে প্রবেশের আগে ছেলেদের সমান স্তরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত (অথর্ববেদ ১১.৫.১৮)। এটি নারীদের পণ্ডিত হওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ইঙ্গিত দেয়। পিতামাতাদের তাদের কন্যাদের 'মেধা ও জ্ঞানের শক্তি' একটি 'জ্ঞানের যৌতুক' হিসাবে উপহার দিতে উৎসাহিত করা হয়েছিল যখন তারা স্বামীর বাড়িতে যেতেন,[৫] যা পরবর্তীকালে প্রচলিত বস্তুগত যৌতুক প্রথার বিপরীত। অথর্ববেদে বধূদের বৈদিক জ্ঞান অর্জনের পর তাদের জীবন পরিচালনা করতে উৎসাহিত করার কথা পাওয়া যায়,[৬] যা গার্হস্থ্য জীবনে এর ব্যবহারিক প্রয়োগের ইঙ্গিত দেয়। ঋগ্বৈদিক সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না, যা তরুণী মেয়েদের পড়াশোনা করার সুযোগ দিত এবং শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হত।[৭]

জ্ঞান দান ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় ভূমিকা : বৈদিক সাহিত্যে বহু নারী পণ্ডিত বা ঋষিকার উল্লেখ রয়েছে, যারা স্তোত্র রচনা করেছেন এবং গভীর দার্শনিক আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী, কদ্রু, জুহু, বাগম্ভিনী, পৌলোমী, ইন্দ্রাণী, সাবিত্রী ও দেবযানী বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁরা তাঁদের প্রখর জ্ঞান ও মেধা দিয়ে অনেক সময় পুরুষ পণ্ডিতদেরও পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নারীরা শুধু পণ্ডিতই ছিলেন না, শিক্ষক বা আচার্য হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এমনকি *উপাধ্যায়িনী* (মহিলা শিক্ষক) নামক পদও সমাজে স্বীকৃত ছিল। অথর্ববেদে স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে— "আমাদের জ্ঞানের আলোচনা দাও", যা বোঝায় স্বামীরাও তাঁদের স্ত্রীর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারতেন। সমাজে নারীদের কাছ থেকে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর প্রত্যাশা ছিল (অথর্ববেদ ১৪.২.৭৪)।

নারীদের শিক্ষা— যার মধ্যে বৈদিক অধ্যয়ন, দার্শনিক অনুসন্ধান এবং গুরুতর আলোচনায় অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত ছিল— তাদের সামাজিক প্রভাব ও নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। তাঁরা কেবল আলোচনা করতেন না, অনেক সময় পুরুষদের নেতৃত্বও দিতেন। 'জ্ঞানের যৌতুক' ধারণাটি ইঙ্গিত করে যে একজন বধূর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে জ্ঞানকেই বিবেচনা করা হত। এই জ্ঞান তাঁকে শুধু স্বামীর সহধর্মিণী হিসেবেই নয়, পথপ্রদর্শক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করত।[৮] কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন নারীরা শিক্ষার অধিকার হারালেন, তখনই তাঁদের মর্যাদার পতন শুরু হয়। এতে প্রমাণ হয় যে শিক্ষার সুযোগ সীমিত হয়ে যাওয়া সরাসরি তাঁদের সামাজিক শক্তি ও প্রভাবকে দুর্বল করেছে। তাই স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের মূলভিত্তি ছিল শিক্ষা, আর তার ক্ষয় তাঁদের পরাধীনতার দিকে ঠেলে দেয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 565
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অথর্ববেদে বিবাহ প্রথা ও স্ত্রীর মর্যাদা

বিবাহপ্রথা : ঋগ্বৈদিক যুগে বিবাহ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যার রীতিনীতি অথর্ববেদেও পুনরাবৃত্ত হয়েছে। অথর্ববেদে বিবাহের নির্দিষ্ট বয়সের উল্লেখ না থাকলেও বিবাহ সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় সম্পন্ন হত। ঋগ্বৈদিক যুগে বাল্যবিবাহের কোনো উল্লেখ নেই। কুমারীরা তরুণ স্বামী কামনা করতেন এবং অবিবাহিত পুরুষরা পুত্রসন্তান ধারণে সক্ষম তরুণী স্ত্রী চাইতেন।[৯] সেই সময়ে 'স্বয়ংবর' প্রথা ছিল, যেখানে নারী নিজেই পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারতেন। বিবাহকে অনেক সময় ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত মনে করা হত, যেখানে ধাত্রী, ত্বষ্টা এবং বৃহস্পতির মতো দেবতারা সঙ্গী নির্ধারণ করতেন। তবে বাস্তবে পিতামাতারাও 'বিবাহের কার্য সম্পাদনকারী' হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

অথর্ববেদ স্ত্রীকে অত্যন্ত সম্মানজনক মর্যাদা দিয়েছে। স্ত্রীকে 'কুলপা' বা স্বামীর বংশের রক্ষক বলা হয়েছে। ঋগ্বেদেও স্ত্রীকে 'ঘর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে স্ত্রী ছাড়া কোনো ঘর পূর্ণ নয়। স্ত্রীর জন্য চারটি বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—

- **জনি** : প্রজননক্ষম, যিনি পুত্রসন্তান ধারণ করবেন।[১০]
- **জায়া** : উৎপাদনশীল, স্বামীর জন্য সন্তান জন্মদানকারী।[১১]
- **পত্নী** : ধর্মীয় কর্তব্যে স্বামীর সহ-অংশীদার।[১২]
- **বধূ** : নববধূ, যাকে সম্মানের সাথে আনা হয়।[১৩]

গৃহস্থালীর মধ্যে প্রত্যাশা ও দায়িত্ব : স্ত্রীর প্রধান ভূমিকা ছিল প্রজনন, বিশেষ করে পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়া। তাই স্ত্রীকে উর্বর বলা হত[১৪] এবং বন্ধ্যাত্বকে মূল্যহীনতার সমান গণ্য করা হত। স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাশা ছিল তিনি যেন স্যোনা (আনন্দদায়ক) ও সুমঙ্গলী (শুভলক্ষণযুক্ত) হন, যাতে পরিবারে সমৃদ্ধি আসে। স্ত্রীকে শুধু স্বামীই নয়, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর, ননদ প্রমুখের ওপরও প্রভাব বিস্তার করার যোগ্য হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। গৃহস্থালীর সর্বত্র স্ত্রীকেই কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। স্ত্রীকে বলা হয়েছে *"সকলের রানী ও ব্যবস্থাপক,"*[১৫] যৌথ পরিবারে হৃদয় ও মনের মিলন গড়ে তোলার আদর্শকেও উৎসাহিত করা হয়েছে অথর্ববেদে।

স্ত্রী স্বামীর আনন্দ, সমৃদ্ধি ও সফলতার প্রতি ভক্তিভাব নিয়ে সংসারধর্ম পালন করবেন, এই প্রত্যাশা ছিল প্রবল। তাঁর ভূমিকা পরিবারে পুরুষার্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম) বিকাশেও অপরিহার্য বলে ধরা হত। ফলে পরিবারকে পরিচালনা ও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

নারীদের সভা (রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান) এ তাদের মতামত প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অথর্ববেদের মন্ত্রগুলি স্পষ্টভাবে বলে যে নারীদের আইন প্রণয়নকারী কক্ষে অংশ নেওয়া উচিত এবং তাদের মতামত তুলে ধরা উচিত।[১৬]

অথর্ববেদে নারীর গার্হস্থ্য ক্ষমতা ও প্রজননচাপ : এক দ্বন্দ্বময় বাস্তবতা : অথর্ববেদীয় সাহিত্য নারীদের গার্হস্থ্য জীবনে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। সেখানে স্ত্রী কেবল স্বামীর সহধর্মিণী নন বরং শ্বশুর-শাশুড়ির উপরও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, সংসারের 'গৃহলক্ষ্মী' কিংবা 'গৃহিণী' রূপে সমগ্র গৃহকর্ম তার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়। তিনি পরিবারে সম্মানিত এবং মর্যাদাশালিনী, যিনি এক অর্থে সমগ্র গৃহব্যবস্থার 'রানী'। তবে এই সম্মান ও মর্যাদার সাথে যুক্ত রয়েছে এক অন্তর্নিহিত চাপ— প্রজননের, বিশেষত পুত্র সন্তানের জন্মদানের বাধ্যবাধকতা।[১৭]

অথর্ববেদে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, নারীর বন্ধ্যাত্বকে মূল্যহীনতার সমতুল্য করা হয়েছে। অর্থাৎ তার সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক ক্ষমতা অনেকাংশেই নির্ভর করছে তার প্রজননক্ষমতার উপর। এর ফলে একটি জটিল সামাজিক গতিশীলতা তৈরি হয় যেখানে নারীর গার্হস্থ্য কর্তৃত্ব যেমন একদিকে স্বীকৃত, অন্যদিকে সেই ক্ষমতা পুত্র সন্তানের জন্মদানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে কন্যা সন্তানের জন্ম প্রায়শই অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াত এবং স্ত্রী তার নিজ গৃহেই মর্যাদাহানির শিকার হতেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 565
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই পরিস্থিতি এক দ্বিমুখী সত্যকে উন্মোচিত করে— নারীরা গৃহে সম্মানিত, কিন্তু তাদের সামাজিক 'মূল্য' পুরুষতান্ত্রিক বংশধারার ধারাবাহিকতার সাথে গভীরভাবে বাঁধা। একদিকে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবস্থাপকীয় ক্ষমতার অধিকারী, অন্যদিকে সমাজ তাদের মর্যাদাকে সংকীর্ণ ভাবে পুরুষ উত্তরাধিকারের প্রয়োজনীয়তার সাথে মেপে দেখে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই এক অন্তর্নিহিত সামাজিক বিরোধ সৃষ্টি হয়, যেখানে নারীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও অবদানের স্বীকৃতি এবং পুরুষতান্ত্রিক উত্তরাধিকার-কেন্দ্রিক মানসিকতার মধ্যে সংঘাত প্রতিফলিত হয়।

এই প্রজননকেন্দ্রিক চাপ কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না; এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সমাজব্যবস্থার উপরও পড়েছিল। পুত্র সন্তানের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই বাল্যবিবাহের মতো প্রথার জন্ম দেয়, যাতে নারীরা অল্প বয়সেই প্রজননে প্রবেশ করেন। এর ফলে নারীর শিক্ষালাভ ও স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে সীমিত হয়ে পড়ে।

অতএব, অথর্ববেদ নারীর গার্হস্থ্য মর্যাদা ও প্রজননচাপকে একই সূত্রে গেঁথে একটি দ্বন্দ্বময় চিত্র অঙ্কন করে। এটি একই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন ও সীমাবদ্ধতার দলিল, যা প্রাচীন সমাজে নারীর অবস্থান ও ভূমিকার জটিলতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও পেশা : নারীরা কৃষি ক্ষেত্রে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তারা গবাদি পশুর যত্ন নিতেন, গোময় প্রস্তুত করতেন, শুকাতেন, গরু দোহন করতেন, দুগ্ধজাত পণ্য তৈরি করতেন এবং বাজারে বিক্রি করতেন। তারা কৃষি ও পশুপালনে নিযুক্ত ছিলেন, প্রায়শই পুরুষদের সমান অংশীদার হিসাবে। বৈদিক নারীদের কেবল 'উৎপাদনকারীদের উৎপাদক' হিসাবে নয়, বরং খাদ্য এবং অন্যান্য পণ্যের প্রাথমিক উৎপাদক হিসাবেও দেখা হত।[১৮]

দক্ষ শ্রম ও কারুশিল্প : নারীরা পরিবারের স্বাবলম্বী একক ছিলেন, ধানক্ষেত পরিচালনা করতেন, বীজ সংগ্রহ ও ভাজতেন, তুলা চাষ করতেন, সূক্ষ্ম সুতা কাটতেন এবং কাপড় তৈরি করতেন। তারা বস্ত্র শিল্পে (বুনন, রঞ্জন, সূচিকর্ম), মৃৎশিল্প এবং মাদুর তৈরিতে দক্ষ ছিলেন।

বায়িত্রী (মহিলা তাঁতি), *রাজায়িত্রী* (মহিলা রঞ্জক), এবং *পেসাস্কারী* (মহিলা সূচিকর্মী)[১৯] এর মতো নির্দিষ্ট পদগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য দক্ষ শ্রমের মধ্যে কাঁটা দিয়ে কাজ করা (*কন্টকারী*), ঝুড়ি তৈরি (*বিডালকারী*), মুখসজ্জা তৈরি (*অঞ্জনকারী*), এবং তীরের ঝুড়ি তৈরি (*কোসকারী*) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাষ্ট্রীয় সেবায় অংশগ্রহণ : রাষ্ট্রের উত্থানের সাথে সাথে, নারীদের রাষ্ট্রীয় সেবাগুলিতে কর্মকর্তা, গুপ্তচর, যোদ্ধা এবং পরিচারিকা হিসাবে পাওয়া যেত। বেদগুলিতে নারীদের সশস্ত্র সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (যজুর্বেদ ১৬.৪৪)। বিরঙ্গনা, বিপ্লা এবং মৃগালীনার মতো নারীদের যুদ্ধে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মহৎ পেশা : কিছু নারী শিক্ষক (আচার্য) এবং চিকিৎসক এর মতো মহৎ পেশা গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও এক শ্রেণীর নারী বিনোদনকারী এবং নর্তকী ছিলেন যারা শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নারীদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং দক্ষ পেশার বিস্তৃত তালিকা কেবল গার্হস্থ্য কাজ ছাড়িয়ে বিস্তৃত ছিল। নারীদের 'স্বাবলম্বী একক' এবং 'খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের প্রাথমিক উৎপাদক' হিসাবে বর্ণনা করা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ইঙ্গিত দেয়। এই সক্রিয় এবং বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ সম্ভবত প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে তাদের সম্মানিত অবস্থান এবং সমান মর্যাদায় উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছিল। অর্থনৈতিক অবদান প্রায়শই সামাজিক মূল্য এবং অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। স্বাধীনভাবে উপার্জন করার ক্ষমতা তাদের প্রভাব এবং ক্ষমতা প্রদান করত, যা তাদের সামগ্রিক ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করত। পরবর্তীকালে নারীদের মর্যাদার অবক্ষয় তাদের অর্থনৈতিক সুযোগের হ্রাস বা সীমাবদ্ধতার সাথেও যুক্ত হতে পারে, যা তাদের বৃহত্তর নির্ভরতার দিকে ঠেলে দেয়, যদিও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 565
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রদত্ত তথ্য পরবর্তী বৈদিক যুগের জন্য এই কার্যকারণ সম্পর্কটি স্পষ্টভাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে না। তবে, 'পরাধীনতা ও মুক্তি' এর সাধারণ প্রবণতা এই ধরনের স্বাধীনতা হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়।

স্বাস্থ্য অনুশীলন ও প্রতিকার : অথর্ববেদ নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি বিস্তৃত এবং পরিশীলিত জ্ঞানভাণ্ডার উপস্থাপন করে, যা প্রাচীন ভারতে এই দিকগুলির প্রতি গভীর উদ্বেগের ইঙ্গিত দেয়। অথর্ববেদ স্ত্রীরোগবিদ্যা এবং বিভিন্ন স্ত্রীরোগের প্রতিকার হিসেবে আপামার্গ[২০] (চিরাচিতা, লতাজিরা, চিনচিড়া), প্রসবোত্তর যোনি শক্তিশালীকরণের জন্য উপবাকা (মৈত্রায়ণী সংহিতা), যোনি রোগ, যোনি প্রদাহ, ব্রণ এবং রক্তাল্পতার জন্য উদুম্বর ও প্লক্ষ (পাকার গাছ), বেতস, বটগাছ এবং শাল,[২১] জরায়ু রক্ষা ও সংকোচনের জন্য এবং জরায়ুর কৃমি বিনাশের জন্য বাজা (সাদা সরিষা), যোনি কৃমির জন্য ব্রহ্মবৃক্ষ, গুলার, অগ্নি, চিত্রকা, পৃশ্নিপর্ণী, অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ এর মতো ভেষজ উদ্ভিদের উল্লেখ করে।[২২] গর্ভপাতের কৃমি প্রতিরোধের জন্য মাসপর্ণী বা পৃশ্নিপর্ণীকে 'গর্ভপাত-কৃমি প্রতিরোধক ঔষধ' হিসেবে মূল্যবান বলে মনে করা হয়।[২৩] জরায়ু স্থিতিশীল করার জন্য উত্তানপর্ণা বা পাঠা, নিবিভার্য, পৃশ্নিপর্ণী, সংস্কার এবং কুষ্ঠ ব্যবহার করা হত। ঋতুস্রাব বা অতিরিক্ত রক্তপাত নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁশের পাতা এবং শাল্মলী গাছ এবং রক্তপ্রোদরের (অতিরিক্ত রক্তপাত) জন্য পর্ণমণি, পলাশ বা গাছ ব্যবহার করা হত। জরায়ুর বিকৃতির জন্য শৈবাল এবং মূঢ়গর্ভের (ভ্রূণের ভুল অবস্থান/ প্রসব বাধাগ্রস্ত) চিকিৎসা পদ্ধতির তথ্যও অথর্ববেদে পাওয়া যায়।

উর্বরতা ও প্রসব : অথর্ববেদে একটি সম্পূর্ণ সূক্তে নারীর সুখকর প্রসবের জন্য অনুশীলনের বর্ণনা রয়েছে, যা দশম মাসে হওয়া উচিত।[২৪] বন্ধ্যাত্বের প্রতিকার হিসেবে আপামার্গ মূল গরুর দুধের সাথে পান করা; বৃষ্টির জলের সাথে ঋষভক (পুত্র লাভের উপায়);[২৫] শমী গাছের উপর জন্মানো পিপ্পলী পাতা খেলে পুত্র লাভ হয়,[২৬] লাক্ষা ঔষধ উর্বরতা বৃদ্ধি করে; পুত্র লাভের জন্য শতবারা মণি ও ঔদুম্বর মণি ধারণ করা; এবং পুত্রলাভের জন্য শ্বেতপুষ্পা কন্টকারী (লক্ষ্মণা ঔষধ) সেবন করার কথা উল্লেখ আছে। ধাত্রীর দায়িত্বও বর্ণিত হয়েছে। প্রসূতি রোগের চিকিৎসার জন্য বাজা ও পিঙ্গা ঔষধ এবং আর্থ্রাইটিসের জন্য দশবৃক্ষ বা দশমূল ঔষধের উল্লেখ আছে। স্তন দুধ বৃদ্ধির জন্য পিপ্পলী, অরুন্ধতী, ঔদুম্বর মণি (পশুর জন্য) এবং বিসা (পদ্ম কন্দ/মূল) ব্যবহার করা হত।[২৭]

গর্ভনিরোধ ও গর্ভপাত সংক্রান্ত উল্লেখ : অথর্ববেদে উভয় গর্ভধারণ প্রতিরোধের বিধানের উল্লেখ আছে। গর্ভপাতের জন্য শিগ্রু ও শ্রেকাপর্ণের উল্লেখ আছে। গর্ভনিরোধক কৃমিরও উল্লেখ আছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে যান্ত্রিক ডিভাইস, যোনি গহ্বরে কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন, ভেষজ ও ভেষজ-খনিজ প্রস্তুতি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের মাধ্যমে গর্ভনিরোধের পদ্ধতির উল্লেখ আছে। অমিভা ও দুর্নামার মতো রাক্ষসদের 'গর্ভ বিনাশকারী' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যারা গর্ভপাত, ভ্রূণের সমস্যা, মৃতপ্রসব এবং নবজাতকের মৃত্যু ঘটায়, যার প্রতিকার হিসেবে সূর্যরশ্মি, হলুদ সরিষা এবং মন্ত্র জপের কথা উল্লেখ আছে।

শিশুরোগ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য : অথর্ববেদের অন্তর্গত চিকিৎসাবিষয়ক উল্লেখসমূহ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য-সুরক্ষার প্রতি যে সূক্ষ্ম মনোযোগ দেওয়া হত, তার এক অনন্য দলিল। শিশুদের পেটের ফোলা, বদহজম, কাশি কিংবা দাঁত ওঠার সময়কার শারীরিক অস্বস্তির জন্য নির্দিষ্ট ভেষজ ওষুধের (যেমন - *বাচা ঔষধ*-অথর্ব-পরিশিষ্টে উল্লিখিত) প্রয়োগের কথা পাওয়া যায়। আবার শিশুদের স্তম্ভনরোগ প্রতিকারে *আপামার্গমূল* ব্যবহারের উল্লেখও রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়, শিশুরোগ চিকিৎসা কেবল গৃহস্থালি অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল ছিল না, বরং একটি সংগঠিত ও সুসংহত জ্ঞানভাণ্ডারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

নারীদের স্বাস্থ্য, বিশেষত উর্বরতা, প্রসবকালীন জটিলতা এবং গর্ভকালীন সমস্যার নির্দিষ্ট প্রতিকারগুলির বিশদ বিবরণও এই বেদে সংরক্ষিত হয়েছে। ধাত্রীদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া, নানা ভেষজ-উপকরণের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করা— এসব দিক ইঙ্গিত করে যে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র এক প্রকার সুশৃঙ্খল আকার ধারণ করেছিল। কেবল 'লোকজ্ঞান' নয়, বরং এটি ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন, পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক এক চিকিৎসা অনুশীলন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 565
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নারীদের প্রজনন-সংক্রান্ত সমস্যা যেমন বন্ধ্যাত্ব কিংবা গর্ভপাতের প্রতিকারও যে আলোচিত হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় প্রজননকে কেবল সন্তান জন্মদানের সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ করে দেখা হয়নি। বরং এর সাথে যুক্ত মানসিক, সামাজিক ও শারীরিক দিকগুলিকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। এতে এক গভীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, যা নারীকে কেবল প্রজননক্ষম দেহ হিসেবে নয়, বরং সমাজের সুস্থতা ও ধারাবাহিকতার অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

অথর্ববেদের এই চিকিৎসা-সংক্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি বৈদিক সাহিত্যের আচারনির্ভর ভাবনার সঙ্গে এক প্রকার বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। যেখানে ঋগ্বেদ মূলত দেবতা-স্তব, যজ্ঞ ও আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে, অথর্ববেদ সেখানে নেমে এসেছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যার কেন্দ্রে। এই বেদের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, রোগ-ব্যাধি প্রতিকারের প্রয়োগকৌশল এবং জীবন সংরক্ষণের প্রতি গভীর উদ্বেগের প্রতিফলন। বলা যায়, অথর্ববেদ কেবল ধর্মীয় আচারবিধির গ্রন্থ নয়, বরং প্রাচীন ভারতের স্বাস্থ্যসংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল, যেখানে নারীর মাতৃত্ব ও শিশুর কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ : অথর্ববেদ প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক বিশেষ দলিল, যেখানে মানবসমাজের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, আচার ও মানসিক অভিলাষ নানা আকারে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত নারীর ভূমিকা ও অবস্থানকে ঘিরে এর পৃষ্ঠাগুলি একটি বহুমাত্রিক চিত্র অঙ্কন করেছে। একদিকে নারীরা এখানে আচার-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অংশীদার, অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে তাদের বশীভূত বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানা মন্ত্র ও অভিচারও দেখা যায়। ফলে, এই পাঠ্যের প্রকৃতি ইতিবাচক ও নেতিবাচক শক্তির এক জটিল দ্বন্দ্বে আবদ্ধ।

যজ্ঞে নারীর সক্রিয় ভূমিকা : অথর্ববেদে দেখা যায়, নারীরা কেবল গৃহস্থের আড়ালে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং যজ্ঞীয় আচারে তাঁদের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য।[২৮] ব্রহ্মৌদনসবে যজ্ঞের জন্য জল বহনের দায়িত্ব নারীদের অর্পণ করা হত। আবার যজ্ঞকারীর স্ত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হত সেই জলবাহিনী নারীদের অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়াতে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে নারীরা দর্শক নন, বরং যজ্ঞ-আচার সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগী। এই প্রেক্ষাপট ঋগ্বেদেরও কিছু মন্ত্রকে স্মরণ করায়, যেখানে যজ্ঞকর্তার পত্নীকে 'সপত্নী' বা 'সহধর্মিণী' রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যিনি যজ্ঞের সাফল্যের সহায়ক।[২৯] অর্থাৎ, বৈদিক সাহিত্যে নারীর স্থান কেবল গৃহকোণের অলঙ্কার নয়, বরং ধর্মীয় জীবনের সহকর্মী।

প্রেমমন্ত্র ও স্মর-এর ধারণা : অথর্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ডের ১৩০-১৩২ সূক্তে প্রেম সংক্রান্ত মন্ত্রাবলি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এখানে 'স্মর' শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষায় 'স্মর' মানে স্মৃতি এবং ইচ্ছা— দুইয়ের সমন্বয়। অর্থাৎ, প্রেম কেবল অনুভূতি নয়, বরং স্মরণ ও আকাঙ্ক্ষার মিলিত প্রকাশ। এই মন্ত্রগুলিতে স্মর এক মৌখিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম। অপ্সরা, মরু, অগ্নি ও অন্যান্য দেবতার আহ্বানের মাধ্যমে প্রেম এখানে এক আচারিক শক্তি হিসেবে প্রকাশিত। আধুনিক পণ্ডিতরা একে কেবল 'জাদু' হিসাবে চিহ্নিত করাকে সমস্যাযুক্ত বলেছেন, কারণ এতে ধর্মীয়-আচারিক বোধকে উপেক্ষা করা হয়। বরং এগুলিকে পারলোকিউশনারি বক্তৃতা হিসেবে ধরা উচিত, যেখানে উচ্চারণ নিজেই একটি ক্রিয়া— যেমন আধুনিক উদাহরণে 'আমি তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ঘোষণা করছি' বাক্যের মতো।

আসুরি-কল্প ও নারীর বশীকরণ : অথর্ববেদীয় আচার-সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশে উল্লেখিত 'আসুরি-কল্প'[৩০] প্রমাণ করে যে জাদুবিদ্যা শুধু নিরাময় বা উর্বরতার জন্যই নয়, ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে ব্যবহার হত। এখানে 'আসুরি' উদ্ভিদের সাহায্যে নারীকে বশীভূত করার নানা প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। মন্ত্র জপের মাধ্যমে নারীর চলন, বসন, এমনকি যৌনাঙ্গ পর্যন্ত প্রজ্বলিত হোক— এমন আচারিক বাক্যও পাওয়া যায়। 'রামাবশীকরণকামঃ' শিরোনামের অধীনে সুন্দরী নারীকে বশ করার মন্ত্রাবলি প্রমাণ করে যে প্রেমমন্ত্রেরই এক অন্ধকার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এমনকি শত্রুকে প্রভাবিত করা বা দৌড়াতে বাধ্য করার মতো অভিচারও উল্লিখিত হয়েছে। এই দিকটি অথর্ববেদের জটিল প্রকৃতি প্রকাশ করে, যেখানে আচারগত শক্তি সমাজকল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 565
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দ্বৈততা : অথর্ববেদ তাই এক দ্বিমুখী দলিল। একদিকে এটি নিরাময়, উর্বরতা, প্রেম ও সামাজিক সুরক্ষার পক্ষে আচারমন্ত্র সরবরাহ করেছে; অন্যদিকে 'আসুরি-কল্প'-এর মতো প্রথা নারীর স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করার প্রমাণ রেখেছে। ঋগ্বেদীয় যুগে যেখানে নারী তুলনামূলকভাবে অধিক মর্যাদা ভোগ করতেন— যজ্ঞে অংশগ্রহণ, বিতর্কে অংশ নেওয়া, এমনকি ঋষি রূপে প্রতিভাত হওয়া— সেখানে অথর্ববেদীয় অভিচার নারীর প্রতি নিয়ন্ত্রণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে। এই বৈপরীত্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বৈদিক সমাজ সমানতাবাদী ও অমানবিক দুই প্রবণতারই বাহক ছিল।

অতএব, অথর্ববেদের নারীতত্ত্ব বিশ্লেষণে একদিকে তাঁদের সম্মানিত ও সক্রিয় আচারসঙ্গিনী হিসেবে দেখা যায়, অন্যদিকে তাঁদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ বা বশীভূত করার প্রবণতাও ধরা পড়ে। যদি একে নিছক 'জাদুবিদ্যা' বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে আচারিক ভাষার গভীর তাৎপর্য ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝা যায় না। আবার এর অন্ধকার দিক উপেক্ষা করলেও নারীর অভিজ্ঞতার এক গোপন বাস্তবতা আড়াল হয়ে যায়। ফলে অথর্ববেদীয় পাঠ বিশ্লেষণে প্রয়োজন একটি সূক্ষ্ম ও দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, যা একই সঙ্গে সম্মান ও শোষণের দুই প্রবণতাকে চিনতে সক্ষম।

উপসংহার : অথর্ববেদে নারীর চিত্র বহুমাত্রিক ও গতিশীল। এটি একদিকে প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে নারীর উচ্চ মর্যাদা, সমানাধিকার এবং বৌদ্ধিক বিকাশের শক্তিশালী সাক্ষ্য বহন করে, অন্যদিকে সামাজিক বাস্তবতার জটিলতা ও সীমাবদ্ধতার দিকও উন্মোচিত করে।

প্রারম্ভিক বৈদিক সমাজে নারীকে কেবল গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকায় আবদ্ধ করা হয়নি; বরং তিনি শিক্ষায় সমান অধিকারভোগী, জ্ঞানচর্চায় সক্রিয়, এমনকি যোদ্ধা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবেও সমাজে ভূমিকা পালন করতেন। 'জ্ঞানের যৌতুক' বা কন্যাদের ছেলেদের সমতুল্য শিক্ষা দেওয়ার প্রথা, এই যুগে শিক্ষাকে নারীর ক্ষমতায়নের মূল স্তম্ভে পরিণত করেছিল। একইসঙ্গে অথর্ববেদের বিস্তৃত চিকিৎসাবিষয়ক মন্ত্রসমূহ— বিশেষত স্ত্রীরোগ, উর্বরতা ও শিশুরোগ নিয়ে গড়ে ওঠা জ্ঞানভাণ্ডার— নারী ও শিশুস্বাস্থ্যের প্রতি সমাজের গভীর মনোযোগের সাক্ষ্য দেয়। এখানেই অথর্ববেদ আচারকেন্দ্রিক বেদের তুলনায় ব্যবহারিক জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই উচ্চ মর্যাদা চিরস্থায়ী হয়নি। পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর সামাজিক অবস্থান ক্রমে অবক্ষয়ের পথে এগোয়। পুত্রসন্তানের প্রতি অতিরিক্ত অগ্রাধিকার, কন্যা শিক্ষার সীমাবদ্ধতা এবং ধর্মশাস্ত্রে নারীর ওপর আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধ এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত। এই পরিস্থিতি এক জটিল বৈপরীত্য সৃষ্টি করে— যেখানে একদিকে দেবীস্বরূপা নারীকে পূজা করা হয়, অন্যদিকে বাস্তব সামাজিক জীবনে তার স্বাধীনতা ও অধিকার সংকুচিত হয়ে আসে। ধর্মীয় আদর্শ ও সামাজিক বাস্তবতার এই দ্বন্দ্বই অথর্ববেদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি।

অথর্ববেদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তার 'জাদু' ও আচারকেন্দ্রিক দিক। এখানে আমরা যেমন নিরাময় ও উর্বরতার জন্য কল্যাণকর মন্ত্র খুঁজে পাই, তেমনি 'প্রেম মন্ত্র' বা আসুরি-কল্পের মতো প্রথাও দেখি, যা নারীর অনুভূতি বা স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। এর মধ্য দিয়ে অথর্ববেদ সামাজিক ক্ষমতার দ্বিমুখী প্রকৃতিকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে— যেখানে জ্ঞান ব্যবহার হতে পারে সৃষ্টিশীল ও ইতিবাচক শক্তি হিসেবে, আবার কখনও তা নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের অস্ত্রও হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বোপরি, অথর্ববেদ নারীর চিত্রণকে একরৈখিক করে না; বরং তার বহুমাত্রিকতা ও বৈপরীত্যকে সামনে আনে। একদিকে এটি নারীর বৌদ্ধিক অবদান, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক মর্যাদার প্রমাণ বহন করে, অন্যদিকে একই সমাজে তার মর্যাদা সংকট ও সীমাবদ্ধতাকেও উন্মোচিত করে। ফলে এই পাঠ্য আমাদের শেখায়— প্রাচীন ভারতীয় সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট নয়, বরং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আদর্শ ও বাস্তবতার জটিল যোগসূত্র অনুধাবন অপরিহার্য।

Reference:

১. সায়নভাষ্য, ঋগ্বেদ (১/১২৭/৮)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 565
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. মনুস্মৃতি ৩/৫৬
৩. অথর্ববেদ ৬/১১/৩
৪. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭/৩/৫
৫. অথর্ব ১৪.১.৬
৬. (অথর্ব ১৪.১.৬৪)
৭. অথর্ব ১০.৮৫.২৯
৮. অথর্ববেদ ১৪/১/২০
৯. অথর্ববেদ ১৪/২/৩
১০. সায়নাচার্য, অথর্ববেদভাষ্য ৬/৮২/৩, "জায়াতেস্যাম্ অপত্যরূপেণ পতিরিতি জায়া।"
১১. (সায়নাচার্য, ঊক্ত, ৬.৭৮.৩)
১২. সায়নাচার্য, ঊক্ত, ১৪.১.৫১
১৩. এস তিওয়ারি, গ্লিম্পসেস্ অব্ ভেদিক্ অ্যান্ড্ এ্যানশিয়েন্ট্ ইন্ডিয়ান্ সিভিলাইজেশন্, পৃ-৭
১৪. অথর্ববেদ ১৪/২/১৪
১৫. অথর্ববেদ ২.৩৬.৩
১৬. অথর্ববেদ ৭.৩৮.৪ এবং ১২.৩.৫২
১৭. অথর্ববেদ ৬.৮২.৩
১৮. শতপথব্রাহ্মণ ৩/৫/৪/৪
১৯. ঋগ্বেদ ৫/৫৫/৬
২০. অথর্ববেদ ৪/১৭/৮
২১. অথর্ববেদ ২/১৪/১
২২. অথর্ববেদ ২০/৯৬/১১-১৬
২৩. কৌশিক সূত্র ২৬/১৬
২৪. অথর্ববেদ ১/১১/৬
২৫. অথর্ববেদ ৩/২৩/৬
২৬. অথর্ববেদ ৬/১১/১
২৭. অথর্ববেদ ৪/৩৪/৫
২৮. অথর্ববেদ ৬/১২২/৫
২৯. ঋগ্বেদ ৮/৩৩/১৯
৩০. অথর্ববেদ পরিশিষ্ট

Bibliography:

প্রাথমিক গ্রন্থ :

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, সায়ণাচার্যের ভাষ্যসহ, সম্পা.কাশীনাথ শাস্ত্রী, আনন্দাশ্রম প্রেস, ১৯৭৭

অথর্ববেদসংহিতা, সায়ণাচার্যের ভাষ্যসহ, সম্পা. শঙ্কর পান্ডুরঙ্গ পান্ডিত, খণ্ড ১–৪, কৃষ্ণদাস একাডেমি, বারাণসী, ১৯৮৯

গোপথ ব্রাহ্মণ, সম্পা. বিজয়পাল, সাভিত্রী দেবী বাগদিয়া ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৮০

ঋগ্বেদসংহিতা, সায়ণাচার্যের ভাষ্যসহ, বৈদিক সংশোধন মণ্ডল, পুনে, ১৯৭২

মনুস্মৃতি, কুল্লূক ভট্টের *মন্বর্থমুক্তাবলী* ভাষ্যসহ, সম্পা. জে.এল. শাস্ত্রী, এম.এল.বি.ডি., দিল্লি, ১৯৮৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 565
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আধুনিক গ্রন্থ :

আল্টেকার, এ. এস. দ্য পজিশন অফ ওমেন ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন ফ্রম প্রি-হিস্টোরিক টাইমস টু দ্য প্রেসেন্ট ডে. এম.এল.বি.ডি., ২০০৯

ব্লুমফিল্ড, মরিস, দ্য অথর্ববেদা এণ্ড দ্য গোপথ ব্রাহ্মণ. অর্ষ প্রকাশন, ১৮৯৯

কিথ, আর্থার বেরিডেল, দ্য রিলিজিয়ন এণ্ড ফিলোজফি অফ দ্য বেদ এণ্ড উপনিষদস্. এম.এল.বি.ডি., ১৯৭৬

শেন্দে, এন. জে. দ্য রিলিজিয়ন এণ্ড ফিলোজফি অফ দ্য অথর্ববেদ. পুনে, ১৯৫২

তিওয়ারি, এস. গ্লিম্পসেস অফ বেদিক এণ্ড এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন. নিউ ভারতীয় বুক কর্পোরেশন, দিল্লি, ২০০৬

প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র :

ভট্টাচার্য, ভাবানী প্রসাদ, "পোরট্রেয়াল অব উইমেন ইন দ্য বেদাস, পার্সপেকটিভ অফ জেন্ডার স্টাডিস" খণ্ড ৬, রৌপ্যজয়ন্তী সংখ্যা, সম্পা. নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৪

জয়স্বাল, সুবীরা, "উইমেন ইন আর্লি ইন্ডিয়া: প্রোবলেমস অ্যান্ড পার্সপেকটিভস", প্রোসিডিংস অব দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস", ১৯৮১

মিশ্র, নলিনী দেবী, "দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন অ্যাজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য বেদিক সংহিতাস", *সুরভারতি,* সংখ্যা ১, সম্পা. আশোক কুমার গোস্বামী, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত বিভাগ, ১৯৯৩–৯৪